নাটা বুলেটিন

NATA BULLETIN

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমির একটি প্রকাশনা: জুলাই-ডিসেম্বর ২০২০

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)

গাজীপুর-১৭০১

www.nata.gov.bd

তুমি বাংলার ধ্রুবতারা
তুমি বাংলার বাতিঘর...

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)

গাজীপুর-১৭০১

নাটা বুলেটিন

উপদেষ্টা

ড. মো. আখতারুজ্জামান
মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), নাটা

সংকলন ও সম্পাদনায়

ড. মোঃ এখলাছ উদ্দিন
উপপরিচালক (পরিকল্পনা ও প্রকাশনা), নাটা

ড. মোঃ ছাইদুর রহমান
উপপরিচালক (প্রশাসন ও সাপোর্ট সার্ভিস), নাটা

মাহমুদা হক
সিনিয়র সহকারি পরিচালক (কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন), নাটা

সুমাইয়া শারমিন
পাবলিকেশন অফিসার, নাটা

লুপু রহমান
লাইব্রেরিয়ান, নাটা

প্রকাশকাল

জানুয়ারি ২০২১

৬ষ্ঠ সংখ্যা

২০০ (দুইশত) কপি

মুদ্রণ ও বাঁধায় ঃ

আফজাল প্রিন্টিং প্রেস
মুন্সিপাড়া রোড, জয়দেবপুর, গাজীপুর।

প্রকাশনায়

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)
গাজীপুর-১৭০১
www.nata.gov.bd

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	এক নজরে জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)	০১
০২	জুলাই-ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত নাটার প্রশিক্ষণ বিবরণী	০২-০৩
০৩	Training Calendar (2020-21)	০৪
০৪	জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	০৫
০৫	মুজিব জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নাটা কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা	০৬-০৭
০৬	১৫ আগস্ট, জাতীয় শোক দিবস ২০২০ পালিত	০৮
০৭	৮ সেপ্টেম্বর, আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস পালিত	০৯-১০
০৮	নাটার একাডেমিক কার্যক্রম শীর্ষক ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত	১১-১২
০৯	এটিআই কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত	১২-১৩
১০	Zoom Platform এ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বিষয়ক প্রশিক্ষণ কাম কর্মশালা অনুষ্ঠিত	১৩-১৪
১১	এপিএ বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ কাম ওয়ার্কসপ অনুষ্ঠিত	১৫-১৬
১২	RIMES এর সহযোগিতায় আবহাওয়ার পূর্বাভাস সংক্রান্ত বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত	১৭
১৩	নাটায় সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক এন-২৭তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন	১৮-১৯
১৪	জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জন শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠান	২০-২১
১৫	উপসংহার	২১

এক নজরে জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)

ড. মোঃ ছাইদুর রহমান
উপপরিচালক (প্রশাসন ও সাপোর্ট সার্ভিস)
নাটা, গাজীপুর

প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রেক্ষাপট/নাটা'র ক্রমবিকাশ

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা), কৃষি মন্ত্রণালয়ের একমাত্র প্রশিক্ষণ একাডেমি। নাটা গঠনের পূর্বে এ প্রতিষ্ঠানটি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) এর আওতাধীন কেন্দ্রীয় সম্প্রসারণ সম্পদ উন্নয়ন ইন্সটিটিউট (সার্ডি) নামে অভিহিত ছিল। Japan International Cooperation Agency (JICA) এর অর্থায়নে ১৯৭৫ সালের ১৪ মার্চ Central Extension Resource Development Institute-(CERDI) বা সার্ডি প্রতিষ্ঠিত হয়। কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত ১৭ টি দপ্তর/সংস্থার মানবসম্পদ উন্নয়নের নিমিত্ত ২০১৪ সালের জুন মাসে সার্ডি বিলুপ্ত হয়ে জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা), গাজীপুর কৃষি মন্ত্রণালয়ের একমাত্র প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

রূপকল্প (Vision)

কৃষি ক্ষেত্রে দক্ষ জনবল গঠনের উৎকর্ষ কেন্দ্র (Centre of excellence)।

অভিলক্ষ্য (Mission)

মানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদান, গবেষণা-উন্নয়ন এবং প্রকাশনার মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত সকল প্রতিষ্ঠানের মানব সম্পদ উন্নয়ন। কৃষি শিক্ষা, কৃষি গবেষণা, কৃষি সম্প্রসারণ ও কৃষি সহায়ক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া জোরদারকরণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সেবার মানোন্নয়ন। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশ-বিদেশের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে যোগসূত্র গড়ে তোলা এবং জ্ঞানভিত্তিক নিবিড় কৃষি সেবা উন্নয়নের জন্য অবিরাম শিক্ষণ প্রক্রিয়ার চর্চা করা।

নাটার কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic objectives)

১. মানবসম্পদের উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শস্যখাতে উৎপাদন এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখা;
২. ভৌত ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণ সুবিধাদি আধুনিকীকরণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন;
৩. কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনায় পেশাদারিত্বের উন্নয়ন; এবং
৪. মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন জনহিতকর কার্যক্রম।

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic objectives)

১. দাপ্তরিক কর্মকান্ডের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ;
২. কর্ম সম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি; এবং
৩. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

প্রধান কার্যাবলি (Functions)

১. কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন করা;
২. বাৎসরিক প্রশিক্ষণ পঞ্জিকা প্রণয়ন ও তদানুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উৎকর্ষ সাধন করা;
৩. কৃষি সেবায় দক্ষ জনবল গঠনের কার্যকর প্রয়াস হিসাবে কারিগরী ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণসহ ইনডাকশন, ফাউন্ডেশন ও সিনিয়র স্টাফ কোর্সের আয়োজন করা;
৪. টেকসই কৃষি উন্নয়ন সংক্রান্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ, কনফারেন্স ইত্যাদির আয়োজন করা;
৫. আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি হিসেবে সেবার মান উন্নয়নের জন্য ডরমিটরি, ট্রেনিং কমপ্লেক্স, ক্যাফেটেরিয়া, অডিটরিয়াম, হেলথ কেয়ার সেন্টার, মেডিকেল সেন্টার ইত্যাদি ভৌত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা;
৬. প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে পারস্পারিক সম্পর্ক ও যোগসূত্র স্থাপন করা;
৭. পেশাগত দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অনুষদ সদস্যগণকে বিদেশে এবং দেশের অভ্যন্তরে খ্যাতনামা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা; এবং
৮. প্রশিক্ষণকে যুগোপযোগী ও কার্যকর করার জন্য প্রচলিত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের আধুনিকায়ন ও উদ্ভাবনী কোর্সসমূহ অন্তর্ভূক্ত করা।

জুলাই-ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত নাটার প্রশিক্ষণ বিবরণী

শাহীনুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী পরিচালক (ফিল্ড ক্রপ পেস্ট)
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) তে প্রশিক্ষণ পঞ্জিকা অনুযায়ী প্রতিবছর কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার ৯ম ও তদোর্ধ্ব গ্রেডের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। তারই ধারাবহিকতায় জুলাই-ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত নাটার প্রশিক্ষণ পঞ্জিকা অনুযায়ী ইতোমধ্যেই ১৩টি ব্যাচে ৪০৩ জন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও স্পনসরড ট্রেনিং হিসেবে এটিআই কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় জুলাই-ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ২০০ জন ক্রপ প্রডাকশন টেকনোলজির উপর এনএটিপি প্রকল্পের আওতায় ৭৫ জন ডিএই কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নাটা কর্তৃক আয়োজিত ০৪ (চার) মাসব্যাপী এন-২৭ তম NARS বিজ্ঞানীদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ সময়ে শুরু হয়। বিশ্বব্যাপী বিরূপ পরিস্থিতির কারণে এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আদেশের বলে গত ২৫ মার্চ ২০২০ থেকে প্রশিক্ষণটি স্থগিত করা হয়েছিল। কোভিড-১৯ পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হবার কারনে এন-২৭ তম NARS বিজ্ঞানীদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সটি ১৯ ডিসেম্বর ২০২০ হতে পুনরায় শুরু হয়। জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) তে প্রশিক্ষণার্থীদের সর্বশেষ প্রযুক্তি সম্পর্কে অবহিত করতে প্রতিটি প্রশিক্ষণ কোর্স বিষয়ভিত্তিক দক্ষ রিসোর্স স্পিকারের উপস্থাপনার মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে আসছে।

প্রশিক্ষণ বিবরণী

ক্র. নং	কোর্সের নাম	কোর্স সমন্বয়কারীর নাম ও পদবী	সময়কাল	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
০১	Food Processing and Preservation Technique	**ড. মোঃ মঈন উদ্দিন** উপপরিচালক (ফুড টেকনোলজি)	২০-২৪ সেপ্টেম্বর/২০২০	২৯
০২	Project Appraisal and Formulation of DPP	**মোঃ তাহাজুল ইসলাম** সিনিয়র সহকারী পরিচালক (দানা জাতীয় ও অর্থকরী ফসল)	২৭-৩১ সেপ্টেম্বর/২০২০	৩৪
০৩	Disaster Management in Agriculture	**আবু সৈয়দ মোঃ জোবায়দুল আলম** উপপরিচালক (কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন)	০৪-০৮ অক্টোবর/২০২০	৩০
০৪	Modern Office Management	**মো: জামাল উদ্দীন** উপপরিচালক (কীটতত্ত্ব)	১১-১৫ অক্টোবর/২০২০	৩৫
০৫	Food Security and Nutrition	**মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ** উপপরিচালক (সয়েল সায়েন্স)	১৮-২২ অক্টোবর/২০২০	৩০
০৬	Public Financial Management	**মো: ইসকান্দার হোসেন** সিনিয়র সহকারী পরিচালক (সবজি ও মসলা)	১-৫ নভেম্বর/২০২০	৩১
০৭	Innovation In Public Service	**ড: মো: ছাইদুর রহমান** উপপরিচালক (প্রশাসন ও সাপোর্ট সার্ভিস)	৮-১২ নভেম্বর/২০২০	৩০
০৮	Commercial Farm Management	**ড. আব্দুল আওয়াল মিয়া** উপপরিচালক (এগ্রোনমি)	১৫-১৯ নভেম্বর/২০২০	৩০
০৯	Good Governance	**ড. মো: জামাল উদ্দীন** উপপরিচালক (উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব)	২২-২৬ নভেম্বর/২০২০	৩২
১০	Rules & Regulations for Organizational Management	**মো: জামাল উদ্দীন** উপপরিচালক (কীটতত্ত্ব)	২৯ নভেম্বর -৩ ডিসেম্বর/২০২০	৩৪
১১	Value Chain Management of Commercially Important Hort. Crops	**মো: মাহমুদ হাসান** উপপরিচালক (হর্টিকালচার)	৬-১০ ডিসেম্বর/২০২০	৩০
১২	ToT on Teaching Method & Techniques	**এস এম কায়সার সিকদার** উপপরিচালক (পরিবেশ ও কৃষি বনায়ন)	১৭-২১ ডিসেম্বর/২০২০	২৮
১৩	Soil Health Management	**মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ** উপপরিচালক (সয়েল সায়েন্স)	২৪-২৮ ডিসেম্বর/২০২০	৩০
			মোট=	৪০৩

Commercial Farm Management প্রশিক্ষণ এ অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীগণ

অন্যান্য প্রশিক্ষণ বিবরণী (স্পনসরড)

ক্র. নং	কোর্সের নাম	কোর্স সমন্বয়কারীর নাম ও পদবী	ব্যাচ	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	সময়কাল	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
০১	এটিআই কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন	**মোঃ মাহমুদ হাসান** উপপরিচালক (হর্টিকালচার)	২ টি	৩ দিন	৫-৭ সেপ্টম্বর ২০২০	৫০
০২	এটিআই কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন	**মোঃ মাহমুদ হাসান** উপপরিচালক (হর্টিকালচার)	২ টি	৩ দিন	৮ -১০সেপ্টম্বর ২০২০	৫০
০৩	এটিআই কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন	**মোঃ মাহমুদ হাসান** উপপরিচালক (হর্টিকালচার)	২ টি	৩ দিন	১২-১৪ সেপ্টম্বর ২০২০	৫০
০৪	এটিআই কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন	**মোঃ মাহমুদ হাসান** উপপরিচালক (হর্টিকালচার)	২ টি	৩ দিন	১৫-১৭ সেপ্টম্বর ২০২০	৫০
০৫	ক্রপ প্রডাকশন টেকনোলজি	**মোঃ জামাল উদ্দীন** উপপরিচালক (কীটতত্ত্ব)	১ টি	২ দিন	২৯-৩০ নভেম্বর ২০২০	২৫
০৬	ক্রপ প্রডাকশন টেকনোলজি	**মোঃ জামাল উদ্দীন** উপপরিচালক (কীটতত্ত্ব)	১ টি	২ দিন	০৪-০৫ ডিসেম্বর ২০২০	২৫
০৭	ক্রপ প্রডাকশন টেকনোলজি	**মোঃ জামাল উদ্দীন** উপপরিচালক (কীটতত্ত্ব)	১ টি	২ দিন	০৪-০৫ ডিসেম্বর ২০২০	২৫
০৮	এন -২৭ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স	**মোঃ আব্দুল মাজেদ** উপপরিচালক (এলআর) **ড. মোঃ জামাল উদ্দীন** উপপরিচালক (উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব)	১ টি	৪ মাস	১৯ ডিসেম্বর -১৭ মার্চ ২০২০	৪০

Training Calendar (2020-21)
(No. of Batch 25 & No. of Participants 30/batch)

Sl. No	Title of the Course	Days	No. of batch	Jul/ 20	Aug/ 20	Sept/ 20	Oct/ 20	Nov/2 0	Dec/ 20	Jan/ 21	Feb/ 21	Mar/ 21	Apr /21	May/ 21	Jun/ 21
1	Food Processing and Preservation Techniques	5	1			20-24									
2	Project Appraisal and Formulation of DPP	5	2			27 Sept -01 Oct				3-7					
3	Disaster Management in Agriculture	5	1				4-8								
4	Modern Office Management	5	1				11-15								
5	Food Security	5	1				18-22								
6	Public Financial Management	5	2					1-5				21-25			
7	Innovation in Public Service	5	1					8-12							
8	Commercial Farm Management	5	1					15-19							
9	Good Governance	5	2					22-26					4-8		
10	Rules & Regulations for Organizational management	5	1					29 Nov-3 Dec							
11	Value Chain Management of Commercially Important Hort. Crops	5	1						6-10						
12	TOT on Teaching Methods/ Techniques	5	1						20-24						
13	Soil Health Management	5	1						27-31						
14	Climate Smart Agriculture	5	1							10-14					
15	Human Resource Management	5	1							17-21					
16	Public Procurement Procedure	10	2							24 Jan-02 Feb	22 Feb-3 Mar				
17	Advanced ICT	10	1								7-16				
18	Seed Technology	10	1										25 Apri-4 May		
19	Eco-Friendly Plant Protection Techniques	10	1									7-16			
20	Integrated water resource management in Agriculture	5	1										18-22		
21	Good Agricultural Practices (GAP)	5	1									28 Mar-1 April			
22	Capacity Development of ATI Officers	3	8			5-7* 8-10* 12-14* 15-17*									
23	Workshop/Seminar		2								1		1		

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি শক্তিশালীকরণ প্রকল্প

আবুল কালাম আজাদ
উপপরিচালক (কৃষি সম্প্রসারণ ও গ্রামীণ অর্থনীতি)
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:

প্রকল্পের নাম	:	জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি শক্তিশালীকরণ প্রকল্প
উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	:	কৃষি মন্ত্রণালয়
প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা), গাজীপুর
প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় (স্থানীয় মুদ্রায়)	:	৫২৮৮.৪৪ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) এল.জি.ই.ডি.-৩৯৮৮.৮২ লক্ষ টাকা (৭৫.০০%) নাটা- ১২২০.৬২ লক্ষ টাকা (২৫.০০%)
প্রকল্প বাস্তবায়নকাল	:	অক্টোবর ২০১৫- জুন ২০২১ খ্রি.
একনেক কর্তৃক প্রকল্প অনুমোদন	:	৫ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রি.
পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক অনুমোদন	:	১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ খ্রি.
কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক অনুমোদন	:	১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ খ্রি.
প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকা	:	জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা), গাজীপুর

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য:

- জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমির প্রশিক্ষণ সুবিধাদি বৃদ্ধি করা এবং প্রশিক্ষণ সুবিধাদির আধুনিকায়ন।
- মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের উপযোগী করার জন্য একাডেমির ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন।
- জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমির অনুষদ সদস্যদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি।

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:

- একাডেমির অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য ৩ তলা আধুনিক ট্রেনিং কমপ্লেক্স, ৬ তলা ডরমিটরি, ২ তলা (ডুপ্লেক্স) ডিজি বাংলো, ৪ তলা মেডিকেল সেন্টার, গেস্ট হাউজ, অফিসার্স ডরমিটরি ও ডে-কেয়ার সেন্টারসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ।
- বিদ্যমান ডরমিটরি, অফিস ভবন, আবাসিক ভবন ও লেবার শেড মেরামত এবং অডিটরিয়াম আধুনিকায়ন ও ক্যাফেটেরিয়া সম্প্রসারণ।
- মানসম্পন্ন আধুনিক প্রশিক্ষণ সুবিধাদি বৃদ্ধি করার জন্য প্রশিক্ষণ সামগ্রী, অফিস সরঞ্জাম, ইলেকট্রিক সামগ্রী, আসবাবপত্র এবং কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়।
- নেটওয়ার্কিং এবং বই/সাময়িকী/জার্নাল ক্রয়।
- ১টি জীপ, ২টি ডাবল কেবিন পিকআপ, ১টি মাইক্রোবাস, ১টি বাস এবং ১টি মটরসাইকেল ক্রয়।
  বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কশপ আয়োজন।

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের আওতায় নাটার দৃষ্টিনন্দন প্রধান ফটক নির্মাণ

জুলাই-ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত প্রধান প্রধান কার্যক্রমঃ

২০২০-২১ অর্থবছরে আরএডিপিতে প্রকল্পের রাজস্বখাতে ১৬৩.০০ লক্ষ টাকা এবং মূলধনখাতে ৬৮৩.০০ লক্ষ টাকাসহ সর্বমোট ৮৪৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের মধ্যে ৩০ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৯৫.০০ লক্ষ টাকা এবং নির্মাণ ও মেরামত কাজের ভৌত অগ্রগতি ৪০%। যে সকল কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে সেগুলি হলো- আবাসিক ভবন, অনাবাসিক ভবন (অফিস), ডরমিটরি রিমডেলিং, ডরমিটরি রিনোভেশন, রাস্তা মেরামত (আবাসিক), ট্রেনিং কমপ্লেক্স, আর.সি.সি রোড (ফার্ম রোড টু বাউন্ডারি ওয়াল), ফার্মরোড, আর.সি.সি সারফেস ফার্ম ড্রেন, সাবমারসিবল পাম্প স্থাপন, লেবার শেড, বাউন্ডারি ওয়াল (অফিস), বাউন্ডারি ওয়াল (আবাসিক), ডিজি বাংলো, ডরমিটরি নির্মাণ, মেডিকেল সেন্টার কাম ডে কেয়ার সেন্টার কাম গেস্ট হাউজ কাম অফিসার্স ডরমিটরি, আর.সি.সি গেইট (লিংক রোড টু বিল্ডিং), করিডোর, মেইন গেইট, রিসিপশন কর্নার, এক্সটারনাল ইলেকট্রিফিকেশন, অডিটরিয়াম আপগ্রেডেশন, ক্যাফেটেরিয়া এক্সটেনশন, আর.সি.সি রোড (অফিস ইন্টারনাল রোড) ড্রেনসহ, আর.সি.সি সারফেস ড্রেন (৪ ফুট স্লাব সহ)।

মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা), গাজীপুর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা

ড. মোঃ মঈন উদ্দিন
উপ-পরিচালক (ফুড টেকনোলজি)
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)

০১. মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে জুন-জুলাই মাস ব্যাপী নাটার আবাসিক ও অফিস চত্বরে ৮০০টি ফলদ, ঔষধি ও মশলা জাতীয় বৃক্ষের চারা রোপন করা হয়।

০২. ১৫ আগস্ট সূর্যদোয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করার কার্যক্রম সম্পন্ন করেন, ড. ছাইদুর রহমান, উপপরিচালক (প্রশাসন), নাটা, গাজীপুর। অত:পর জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মরণে ভার্চুয়াল আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ড. শাহ কামাল খান, উপ-পরিচালক, নাটা, গাজীপুর ও শরীফ ইকবাল, সিনিয়র সহকারী পরিচালক, নাটা, গাজীপুর আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। ভার্চুয়াল সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন নাটার মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) ড. মোঃ আবু সাইদ মিঞা।

০৩. ৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবসে বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা ভাবনা বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম জুয়েল, সিনিয়র সহকারী পরিচালক, নাটা, গাজীপুর। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নাটার মহাপরিচালক ড. মোঃ আবু সাইদ মিঞা এবং সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মো. আখতারুজ্জামান, পরিচালক (প্রশাসন), নাটা, গাজীপুর।

০৪. ১৬ ডিসেম্বর ২০২০ নাটার প্রশাসনিক ভবনের সামনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও নাটার জামে মসজিদে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন সম্পন্ন হয় নাটার পরিচালক (প্রশাসক) ড. মো. আখতারুজ্জামানের নেতৃত্বে; সেখানে নাটার অপরাপর কর্মকর্তা কর্মচারিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

২০২১ (খ্রি.) সালে গৃহীত ও সমাপ্ত কার্যক্রম:

০১. ১০ জানুয়ারি ২০২১ বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষ্যে নাটার অত্যাধুনিক মিলনায়তনে নাটায় কর্মরত সকল কর্মকর্তা কর্মচারিদের সমন্বয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও জাতির পিতার ভাস্কর্য বিরোধীদের অপকর্ম রুখে দাঁড়ানোর প্রত্যয়ে প্রতিবাদ সভার আয়োজন।

০২. ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ কৃষিবিদ দিবস পালন ও কৃষি উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর অবদান বিষয়ক একাডেমিক আলোচনা সভার আয়োজন।

০৩. ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন এবং ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২১খ্রি. তারিখের পূর্বেই নাটা ক্যাম্পাসে জাতীয় শহীদ মিনার স্থাপন করে সেখানে এ বছরে সাড়ম্বরে একুশের প্রথম প্রহরে শহীদদের সম্মানে পুষ্পমাল্য প্রদান করা এবং শহীদদের স্মরণে আলোচনা সভার আয়োজন।

০৪. ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে "বঙ্গবন্ধু"উপাধি প্রদানের বিষয়ে আলোচনা সভার আয়োজন।

০৫. ৭ই মার্চ ২০২১ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ প্রচার এবং একাডেমিক আলোচনা।

০৬. ১৭ মার্চ ২০২১ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস পালন ।

০৭. ১৭ মার্চ ২০২১ নাটা লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু বুক কর্ণার স্থাপন।

০৮. ২৬ মার্চ ২০২১ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন।

০৯. ১৭ এপ্রিল ২০২১ ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবসে বঙ্গবন্ধুর জীবন সংগ্রাম বিষয়ক ভিডিও প্রদর্শনী ও আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন।

১০. অধিকন্তু জুন ২০২১ এর মধ্যে মুজিব জন্মশতবার্ষিকি উপলক্ষ্যে যেসব কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে:

(ক) নাটার ২৬ একর খামারে বঙ্গবন্ধু মিনি এগ্রোটেকনোলজিক্যাল পার্ক স্থাপনের নিমিত্তে কর্মসূচী প্রণয়নের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।

(খ) নাটা চত্বরে বঙ্গবন্ধুর ৭১টি কৃষি বিষয়ক বাণী সম্বলিত লাইটিং বোর্ড স্থাপন করা হবে।

(গ) নাটার প্রধান ফটকের নিচে বঙ্গবন্ধুর বাণী সম্বলিত এলইডি ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা হবে, **"মুজিব জন্মশতবার্ষিকি উপলক্ষ্যে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা- জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি, গাজীপুর"**। এই ডিসপ্লে বোর্ডটি ২০২১ সালে শেষ দিন অব্দি চলমান থাকবে।

১১. ১৫ আগস্ট ২০২১ জাতীয় শোক দিবস পালন এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মরণে আলোচনা অনুষ্ঠান

১২. ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবসে বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা ভাবনা ও বঙ্গবন্ধুর অবদান বিষয়ক সেমিনার

১৩. ০৩ নভেম্বর ২০২১ জেল হত্যা দিবসে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ভিডিও প্রদর্শনী ও আলোচনা অনুষ্ঠান ।

১৪. ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ মহান বিজয় দিবস পালন

মুজিব জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে নাটার আবাসিক ও অফিস চত্বরে ফলদ, ঔষধি ও মশলা জাতীয় বৃক্ষের চারা রোপন

১৫ আগস্ট, জাতীয় শোক দিবস ২০২০

লায়লাতুল রোকসানা লিমা
সিনিয়র সহকারী পরিচালক (সয়েল কেমেস্ট্রি ও মাইক্রোবায়োলজি)
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)

শোকাবহ ১৫ আগস্ট, জাতীয় শোক দিবস। ১৯৭৫ সালের এই দিনে ঘাতকরা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে বর্বরভাবে হত্যা করে। জাতির পিতার সহধর্মিনী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, পুত্র শেখ কামাল, লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল, দশ বছরের শিশু পুত্র শেখ রাসেল, পুত্রবধু সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল, বঙ্গবন্ধুর সহোদর শেখ নাসের, কৃষকনেতা আব্দুর রব সেরনিয়াবাত, যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মনি ও তার অন্ত:সত্ত্বা স্ত্রী আরজু মনি, বেবী সেরনিয়াবাত, সুকান্ত বাবু, আরিফ, আব্দুল নঈম খান রিন্টুসহ পরিবারের ১৮ জন সদস্যকে ঘৃণ্য ঘাতকরা এ দিনে হত্যা করে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সামরিক সচিব বিগ্রেডিয়ার জেনারেল জামিলও নিহত হন। ঘাতকদের কামানের গোলার আঘাতে মোহাম্মদপুরে একটি পরিবারের বেশ কয়েকজনও হতাহত হন।

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) তে যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২০ পালিত হয়েছে। ১৫ আগষ্ট ২০২০ খ্রি. সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করণ করা হয়। নাটার গেইটে জাতীয় শোক দিবস ২০২০ এর ব্যানার প্রদর্শন করা হয়। ১৫ আগষ্ট সকাল ১১.০০ ঘটিকায় Zoom Platform এর মাধ্যমে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে মূখ্য আালোচক হিসেবে ড. মো: শাহ কামাল খান, উপপরিচালক (এগ্রোনমি) এবং মো: শরিফ ইকবাল, সিনিয়র সহকারী পরিচালক (ফুল ও ফল) আলোচনা করেন। জাতীয় শোক দিবস ২০২০ উপলক্ষে নাটার ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডে মাস ব্যাপী বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের উপর ডকুমেন্টারী প্রদর্শন করা হয়। বঙ্গবন্ধুর বিদেহী আত্নার মাগফেরাত কামনায় ১৫ আগষ্ট বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবার পরিজনের রূহের মাগফেরাত কামনায় নাটার মসজিদে বাদ যোহর বিশেষ মোনাজাতের আয়োজন করা হয়।

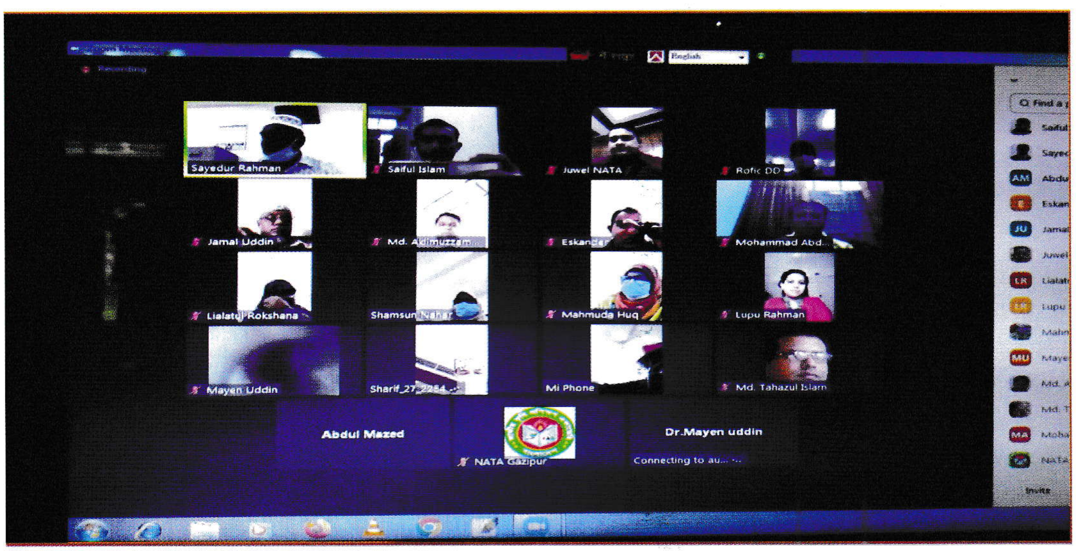

১৫ আগস্ট, জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় Zoom Platform এ অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

৮ সেপ্টেম্বর, আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস পালিত

আনোয়ারুল ইসলাম জুয়েল
সিনিয়র সহকারী পরিচালক (কৃষি সম্প্রসারণ)
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)

নাটাতে ৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবসে বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা ভাবনা বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে মূল বিষয়বস্তু ছিল আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস ও বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা-ভাবনা। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম জুয়েল, সিনিয়র সহকারী পরিচালক, নাটা, গাজীপুর। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নাটার মহাপরিচালক ড. মোঃ আবু সাইদ মিঞা এবং সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মো. আখতারুজ্জামান, পরিচালক (প্রশাসন), নাটা, গাজীপুর।

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম জুয়েল, সিনিয়র সহকারী পরিচালক, নাটা, বলেন ১৯৬৬ সাল থেকে ইউনেস্কো ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস হিসেবে পালন করে আসছে। এ দিবসটি পালনের মাধ্যমে সারা বিশ্বের মানুষকে তারা বলতে চেয়েছে, স্বাক্ষরতা একটি মানবীয় অধিকার এবং সর্বস্তরের শিক্ষার ভিত্তি। দেশে দেশে স্বাক্ষরতার সংজ্ঞা অনেক আগে থেকে প্রচলিত থাকলেও ১৯৬৭ সালে ইউনেস্কো প্রথম স্বাক্ষরতার সংজ্ঞা চিহ্নিত করে এবং পরবর্তী সময়ে প্রতি দশকেই এই সংজ্ঞার রূপ পাল্টেছে। এক সময় কেউ নাম লিখতে পারলেই তাকে স্বাক্ষর বলা হতো বর্তমানে স্বাক্ষর হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য অন্তত তিনটি শর্ত মানতে হয়-

১. ব্যক্তি নিজ ভাষায় সহজ ও ছোট বাক্য পড়তে পারবে,
২. সহজ ও ছোট বাক্য লিখতে পারবে
৩. দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ হিসাবনিকাশ করতে পারবে।

এই প্রত্যেকটি কাজই হবে ব্যক্তির প্রাত্যহিক জীবনের সাথে সম্পর্কিত। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুবিবুর রহমান ছিলেন একজন আপাদমস্তক রাজনীতিবিদ যাঁর আজীবন লালিত স্বপ্ন ছিল একটি শোষণ ও বৈষম্যহীন রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। রাজনীতির বাইরেও বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়ে অত্যন্ত আন্তরিক ছিলেন। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত বিভিন্ন ভাষণ, আওয়ামী লীগের ঘোষিত কর্মসূচি, ১৯৭০ এর নির্বাচনী ইশতেহার, বাহাত্তরের সংবিধানে ঘোষিত শিক্ষা সম্পর্কিত ধারা এবং কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন থেকে বঙ্গবন্ধুর শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ও মমত্ববোধের সুস্পষ্ট প্রতিফলন ফুটে উঠে। বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা ভাবনার বাস্তব প্রতিফলন দেখা যায় ১৯৭২-১৯৭৫ সাল পর্যন্ত তাঁর নেতৃত্বাধীন সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ সমুহের মাধ্যমে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ এই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানের পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ এবং বাংলার মানুষকে দাবিয়ে রাখার লক্ষ্যে শিক্ষার আলো থেকে দূরে রাখাই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। শিক্ষাব্যবস্থায় নেমে এসেছিল দুর্দশা, প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষা সব ক্ষেত্রেই বৈষম্যের শিকার হয়েছিল এ বাংলার মানুষ, প্রাথমিক বিদ্যালয় ২৯ হাজার থেকে বাড়ার পরিবর্তে কমে হয়েছিল ২৮ হাজার। এছাড়া শিক্ষাখাতে বাজেট, শিক্ষক নিয়োগ সব কিছুতেই পূর্ব-পশ্চিম বৈষম্য। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ৬টি শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন পেশ করে। ১৯৫২ সালে মাওলানা আকরাম খা শিক্ষা কমিশন, ১৯৫৭ সালে আতাউর রহমান খান শিক্ষা কমিশন, ১৯৫৯ সালে এস এম শরীফ শিক্ষা কমিশন, ১৯৬৪ সালে বিচারপতি হামাদুর রহমান শিক্ষা কমিশন, ১৯৬৯ সালে এম নূর খান শিক্ষা কমিশন, ১৯৭০ সালে শামসুল হক শিক্ষা কমিশন ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচিতেও তাঁর সমর্থন ছিল। একুশ দফার ৯ নম্বর দফায় বলা হয়, দেশের সর্বত্র একযোগে প্রাথমিক ও অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন এবং শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত বেতন-ভাতার ব্যবস্থা করা হবে। পরবর্তীতে জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম জুয়েল বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা-ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার পর দেশ পরিচালনার জন্য যে সংবিধান প্রণয়ন করেন তাতে তিনি শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সংবিধানের ১৭নং অনুচ্ছেদে শিক্ষার বিষয়টি উল্লেখ আছে। তাতে রয়েছে-

(ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(খ) সমাজের প্রয়োজনের সাথে শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষতা দূর করার জন্য রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ আর ধ্বংসপ্রাপ্ত অর্থনীতি সত্ত্বেও স্বাধীনতার পরপর শিক্ষাক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু সরকার অনেক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেঃ

* ৪০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ ও কয়েক লাখ শিক্ষককে সরকারী কর্মচারীর মর্যাদা দান
* ১১ হাজার নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বহু স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা
* ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে বই ও গরিব মেধাবী শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পোষাক প্রদানের ব্যবস্থা করেছিলেন।
* বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের ওপর সরকারী নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ১৯৬২ সালে আইয়ুব সরকার প্রণীত অধ্যাদেশ (যা 'কালো আইন নামে অভিহিত) বাতিল করে ১৯৭৩ সালের গণতান্ত্রিক আদেশ জারি; এবং
* সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদে বর্ণিত নীতির আলোকে শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিজ্ঞানভিত্তিক, গণমুখী ও যুগোপযোগী করে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে ড. খুদরত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন।

বঙ্গবন্ধুর উচ্চশিক্ষার অবদানকে তিনটি ক্ষেত্রে বিভক্ত করা যায়। যেমন-

* বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন গঠন
* বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বায়ত্তশাসন প্রদান (ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়)
* একটি কার্যকরী শিক্ষা কমিশন গঠন

বঙ্গবন্ধুর শাসন আমলে আরও দুটি শিক্ষাবিষয়ক আইন প্রণীত হয়। তা হলো-

* মাদ্রাসা এডুকেশন অর্ডিন্যান্স ১৯৭২
* প্রাইমারী এডুকেশন অ্যাক্ট ১৯৭৪।

পরবর্তীতে জনাব লুপু রহমান, লাইব্রেরিয়ান, নাটা আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস ও বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা-ভাবনা নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন ৯০ শতাংশ মুসলিম বসবাস করে আমাদের দেশে। এছাড়া হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী ছাত্র-ছাত্রীরা। স্কুল-কলেজে যার যার ধর্ম শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে যা তাদের পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত। বঙ্গবন্ধু দেশকে ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করে দেননি, তিনি মানবধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন বলেই শিক্ষা ক্ষেত্রে সকল ধর্মের সবার জন্য সমান সুযোগ করে দিয়ে গেছেন। সেই শিক্ষায় দীক্ষিত হয়ে আজ সব ধর্মের মানুষ সহাবস্থানে বসবাস করছি। বাঙালি জাতির অসাম্প্রদায়িক মনোভাব এমনি সৃষ্টি হয়নি, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এ ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে। কারিগরি শিক্ষায় বঙ্গবন্ধু যে মমত্ববোধ ও আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা ১৯৭৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর প্রদত্ত ভাষণটি একটি ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে আজও সাক্ষ্য দেয়। সদ্য স্বাধীন দেশে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলোও তিনি এদেশের প্রথম বাজেটে প্রতিরক্ষা খাত থেকেও বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন শিক্ষাখাতে। শিক্ষা খাতে ৭% বরাদ্দ তিন কোটি ৭২ লাখ টাকা বেশি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল। তিনি জানতেন প্রতিরক্ষা খাত দিয়ে নিরক্ষরমুক্ত দেশ গড়া যাবে না, শুধু শিক্ষা দিয়েই দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করে জাতিকে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব। কারণ তিনি কেবল রাজনীতিবিদ, রাষ্ট্রনায়কই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন শিক্ষা দার্শনিকও। শতাব্দীর মহানায়ক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আধুনিক বাংলাদেশ তথা তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা বির্ণিমানে শিক্ষার একটি দর্শন প্রবর্তন করেছিলেন, যা বর্তমান সময়েও অমূল্য বলে বিবেচিত। এরপর প্রধান অতিথি ড. মোঃ আবু সাইদ মিঞা, মহাপরিচালক, নাটা, গাজীপুর আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবসের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠানে শেষে সভাপতি ড. মো. আখতারুজ্জামান, পরিচালক (প্রশাসন), নাটা সকলকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

নাটার একাডেমিক কার্যক্রম শীর্ষক ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত

ড. মো. আখতারুজ্জামান
মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)

বিগত ২০২০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) (NATA: National Agriculture Training Academy) নাটার একাডেমিক কার্যক্রম বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল দপ্তর সংস্থার প্রতিনিধিদের সাথে এক ভার্চুয়াল সভার আয়োজন করে। নাটার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক ড. মোঃ আবু সাইদ মিঞার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ঐ অনলাইন সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন সহ সভাটি সঞ্চালন করেন নাটার পরিচালক (প্রশাসন) ড. মো. আখতারুজ্জামান। মূল প্রবন্ধে ড. মো. আখতারুজ্জামান নাটার চলমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সহ নাটার সাম্প্রতিক ভৌত অবকাঠামোগত ও কারিগরী উন্নয়ন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করেন। ড. মো. আখতারুজ্জামান নাটার সাম্প্রতিক উন্নয়ন চালচিত্র উল্লেখ করে বলেন, "জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের" আওতায় নাটার বেশ কিছু ইতিবাচক ও নান্দনিক উন্নয়ন ও পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়। এই প্রকল্পের আওতায় ছোটবড় মিলিয়ে যে সব ইতিবাচক এবং নান্দনিক পরিবর্তন এসেছে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

(১) তিনতলা বিশিষ্ট একটা অত্যাধুনিক ট্রেনিং কমপ্লেক্স নির্মাণ। সেখানে একাধিক ইন্টারএ্যাক্টিভ ইন্টেলেকচুয়াল স্মার্টবোর্ড সহ চমৎকার ট্রেনিং কক্ষ ও ভিআইপি কনফারেন্স কক্ষ রয়েছে।
(২) প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসন সংকট বৃদ্ধির জন্যে ছয়তলা বিশিষ্ট অত্যাধুনিক ডরমিটরি নির্মাণ।
(৩) নতুন করে বিদ্যুতের সাবস্টেশন নির্মাণ করা হয়েছে।
(৪) ২২০ আসন বিশিষ্ট অডিটোরিয়ামে বসানো হয়েছে আধুনিক সাউন্ড সিস্টেম ও আলোকসম্পাতের সর্বাধুনিক ব্যবস্থা।
(৫) নির্মিত হয়েছে মহাপরিচালকের দ্বিতল সরকারি বাংলো;
(৬) পুরানো ক্যাফেটেরিয়ার আসন ক্যাপাসিটি বাড়ানো সহ আরেকটি ভিআইপি ক্যাফেটেরিয়া নির্মাণ করা হয়েছে;
(৭) হেলথ সেন্টার, ডে-কেয়ার সেন্টার, ভিআইপি গেস্ট হাউজ, অফিসার্স ডরমিটরি নতুনভাবে নির্মিত হয়েছে এবং হচ্ছে।

অধিকন্তু দৃষ্টিনন্দন প্রধান ফটক নির্মাণ, পুরানা ভবন মেরামত, অভ্যন্তরীণ রাস্তাঘাট ও পাকা ড্রেন সংস্কার, নাটার চারপাশে ওয়াক ওয়ে নির্মাণ সহ শতাধিক কাজ চলমান রয়েছে। আগামী জুন'২১ মাসের আগেই সমুদয় কাজ সফলতার সাথে সম্পন্ন হওয়ার আশাবাদের কথা প্রকল্প পরিচালক মাহমুদুল হাসানের উদ্ধৃতি দিয়ে জানানো হয়। ড. মো. আখতারুজ্জামান বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, মাত্র ৫২ কোটি টাকার প্রকল্পে নাটার যে সার্বিক উন্নয়ন হয়েছে সেটা নজিরবিহীন! প্রকল্প পরিচালক শতভাগ সততা, নিষ্ঠা ও স্বচ্ছতার সাথে কাজ করবার জন্যে প্রকল্প পরিচালককে নাটার পক্ষ হতে ধন্যবাদ জানানো হয়।
এতদ্ব্যতীত, ড. মো. আখতারুজ্জামান নাটাকে আন্তর্জাতিক মানের আদর্শ ও শীর্ষ কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্যে নাটার ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে দৃঢ়তার সাথে জানান যে,

(১) নাটা চত্বরে স্থাপন করা হবে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল;
(২) নাটার একটা নির্দিষ্ট কক্ষে নির্মাণ করা হবে, "হৃদয়ে কৃষিবান্ধব বঙ্গবন্ধু" নামক আর্কাইভ;
(৩) নাটার সবুজ চত্বরে স্থাপিত হবে ভাষা শহীদদের সম্মানে শহীদ মিনার;
(৪) ২৬ একর আয়তনবেষ্টিত নাটার খামারে স্থাপন করা হবে, "বঙ্গবন্ধু এগ্রোটেকনোলজিক্যাল পার্ক";
(৫) নাটা থেকে কৃষির বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক সার্টিফেকেট ও ডিপ্লোমা কোর্স চালু করার বিষয়টি বিবেচনায় রয়েছে;
(৬) সমগ্র নাটা চত্বরকে কৃষির আপডেট প্রযুক্তি তথ্য সম্বলিত লাইটিং সাইনবোর্ডের প্রবর্তন করা হবে;
(৭) নাটাতে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড, ডিজিটাল কিয়স্ক, ডিজিটাল নোটিশবোর্ড স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে;
(৮) নাটার প্রধান ফটক ও মূল ভবনের ফটকে লাগানো হবে লাইটিং ও এলইডি সাইনবোর্ড;
(৯) নাটার প্রশিক্ষণ ক্লাসকে অনলাইন বেজড্ করবার বিষয়টিও সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করা হচ্ছে;
(১০) ডিজিটাল প্রযুক্তি সম্প্রসারণে নাটার ডেডিকেটেড ইন্টারনেট ব্যবস্থাকে শক্তিশালীকরণ সহ ব্যাণ্ডউইথের যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে;
(১১) নাটাতে আইপি ফোনের ইন্টারকম বসানোর বিষয়টি ভাবা হচ্ছে;
(১২) নাটার লাইব্রেরিকে অটোমেশানের আওতায় আনা হবে;
১৩) ডিজিটাল পেস্ট মিউজিয়াম তৈরি করা হবে;
(১৪) নাটার ল্যাণ্ড স্কেপিংকে আধুনিক করা হবে;
(১৫) সর্বোপরি নাটার সবুজ চত্বরকে সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ব্যাপারে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন ড. মো. আখতারুজ্জামান।

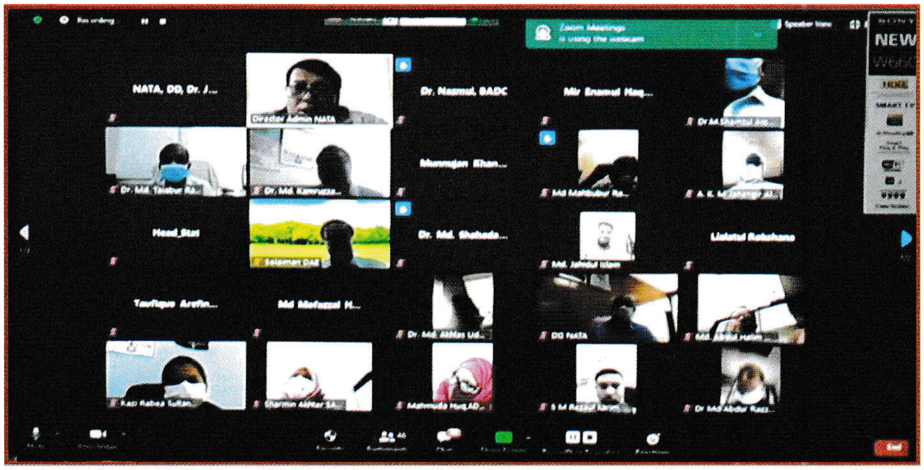

নাটার একাডেমিক কার্যক্রম শীর্ষক ভার্চুয়াল সভায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

ড. মো. আখতারুজ্জামানের বক্তব্যের পরে বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি নাটার বর্তমান কার্যক্রম এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কে সহমত পোষণ করে নাটাকে সাধুবাদ জানানোর পাশাপাশি কিছু পরামর্শ প্রদান করেন। সব মিলিয়ে ভার্চুয়াল প্লাটফরমে চমৎকার একটা বিভাগীয় সভা কোন প্রকার কারিগরী ত্রুটি ছাড়াই সম্পন্ন করা গিয়েছে।

এটিআই কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

সুমাইয়া শারমিন
প্রকাশনা কর্মকর্তা
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)

একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ ও পরিবর্তিত পরিস্থিতি মোকাবেলা, জনবান্ধব, দক্ষ, আধুনিক ও বিজ্ঞানমনস্ক কর্মকর্তা বিনির্মাণে কৃষি মন্ত্রণালয়ভূক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নবম গ্রেড ও তদোর্ধ্ব কর্মকর্তাদের জন্য সময়োপযোগী বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি। এরই ধারাবাহিকতায় কৃষি প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের ২৫ জন ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়ে আয়োজন করা হয় ৩ দিন ব্যাপি "Capacity Development of ATI Officers" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স। কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট সমূহের কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের আওতায় তিনদিন ব্যাপী প্রশিক্ষণে মোট আট ব্যাচে ২০০ (দুইশত) জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণটি কর্মক্ষেত্রে অফিস ব্যবস্থাপনায় নতুন নজির সৃষ্টি করবে। কোর্সটিতে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে Social Madia, Leave Rules, Teaching Methods, SDGs, Acts and Rules ইত্যাদি ছিল উল্লেখযোগ্য। জনাব মোঃ হাসানুজ্জামান কল্লোল, অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়; জনাব ড. মো. আবদুল মুঈদ, মহাপরিচালক, ডিএই; জনাব ড. মোঃ আবু সাইদ মিঞা, মহাপরিচালক, নাটা; জনাব ড. মো. আখতারুজ্জামান, পরিচালক (প্রশাসন), নাটা; জনাব মোঃ মাহমুদ হাসান, উপপরিচালক, নাটা; জনাব মোঃ জামাল উদ্দীন, উপপরিচালক, নাটা; ড. মোঃ এখলাছ উদ্দিন, উপপরিচালক, নাটা; জনাব ড. মোঃ ছাইদুর রহমান, উপপরিচালক, নাটা; জনাব ড. মোঃ জামাল উদ্দীন, উপপরিচালক, নাটা রিসোর্স স্পিকার হিসেবে উপস্থিত থেকে কোর্সকে সমৃদ্ধ করেছেন। কোর্স অ্যাডভাইজার ড. মো. আবু সাইদ মিঞা, মহাপরিচালক, নাটা মহোদয়ের আন্তরিক সহযোগীতা, কোর্স সমন্বয়কারী মোঃ মাহমুদ হাসান, উপ-পরিচালক (হর্টিকালচার), সহকারী কোর্স সমন্বয়কারী মো: শরীফ ইকবাল, সিনিয়র সহকারী পরিচালক (ফুল ও ফল), নাটা, গাজীপুর এর কঠোর পরিশ্রমে প্রশিক্ষণটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। প্রশিক্ষণটিতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও উপকরণ ব্যবহৃত হয়েছিল যার মধ্যে বক্তৃতা, আলোচনা, অনুশীলন, গ্রুপ ওয়ার্ক, কেস স্টাডি ব্রিফিং উল্লেখযোগ্য।

ক্র. নং	কোর্সের নাম	কোর্স সমন্বয়কারীর নাম ও পদবী	ব্যাচ	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	সময়কাল	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১	এটিআই কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন	**মোঃ মাহমুদ হাসান** উপপরিচালক (হর্টিকালচার)	২ টি	৩ দিন	৫-৭ সেপ্টম্বর/২০২০	৫০
২	এটিআই কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন	**মোঃ মাহমুদ হাসান** উপপরিচালক (হর্টিকালচার)	২ টি	৩ দিন	৮ -১০সেপ্টম্বর/২০২০	৫০
৩	এটিআই কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন	**মোঃ মাহমুদ হাসান** উপপরিচালক (হর্টিকালচার)	২ টি	৩ দিন	১২-১৪ সেপ্টম্বর/২০২০	৫০
৪	এটিআই কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন	**মোঃ মাহমুদ হাসান** উপপরিচালক (হর্টিকালচার)	২ টি	৩ দিন	১৫-১৭ সেপ্টম্বর/২০২০	৫০

এটিআই কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন (স্পনসরড) প্রশিক্ষণ এ অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীগণ

Zoom Platform এ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বিষয়ক প্রশিক্ষণ কাম কর্মশালা

শামসুন্নাহার
সিনিয়র সহকারী পরিচালক (ফিল্ড ক্রপ ডিজিজ)
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)

২০ অক্টোবর ২০২০, রোজ মঙ্গলবার জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা), গাজীপুরে Zoom Platform এ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বিষয়ক প্রশিক্ষণ কাম কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) এর সুযোগ্য মহাপরিচালক ড. মো: আবু সাঈদ মিঞা মহোদয়ের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন নাটার সুযোগ্য পরিচালক (প্রশাসন) ড. মো. আখতারুজ্জামান এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মো: আবদুর রউফ, অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এবং কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এ.টি.এম সাইফুল ইসলাম, যুগ্ম সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়। তিনি বলেন, সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল (এসডিজি)' বা টেকসই উন্নয়ন বলতে ঐ ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডকে বোঝায় যার মাধ্যমে অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রাও নিশ্চিত হয় আবার প্রকৃতি এবং বাস্তুতন্ত্র বা ইকোসিস্টেমেও কোনো বাজে প্রভাব পড়ে না। এসডিজির লক্ষ্যগুলো প্রণয়ণ ও প্রচার করেছে জাতিসংঘ যা নির্ধারণ করা হয় ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, যুক্তরাষ্ট্রে জাতিসংঘ সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট সামিট' নামক সম্মেলনে। ২০০০ সালে শুরু হওয়া 'মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল' বা এমডিজি অর্জনের সময় শেষ হয় ২০১৫ সালে। এরপর জাতিসংঘ ১৫ বছর মেয়াদি 'সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল' বা এসডিজি নির্ধারন করে জাতিসংঘ দারিদ্র্য বিমোচন, বিশ্ব রক্ষা এবং একটি নতুন টেকসই উন্নয়নের এজেন্ডা হিসেবে সকলের জন্য সমৃদ্ধি নিশ্চিতে ১৭টি লক্ষ্য ও ১৬৯ টি সহায়ক লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ১৭ টি লক্ষ্যমাত্রা ও ১৬৯ টি টার্গেটের মধ্যে ১০টি লক্ষ্যমাত্রা ৩৩ টি টার্গেট কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বিষয়ক প্রশিক্ষণ কাম কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীগণ

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এবং কৃষি মন্ত্রণালয় সংশিষ্ট সূচকসমূহ এবং এসডিজি অর্জনে করণীয় সম্পর্কে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব এস, এম, ইমরুল হাসান, উপসচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়। তিনি এসডিজির ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা এবং তা অর্জনে আমাদের করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করেন। অত:পর টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এবং বাংলাদেশ প্রেক্ষিত বিষয়ক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব মনিরুল ইসলাম, যুগ্ম সচিব (এসডিজি বিষয়ক), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। তিনি এসডিজির ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা ও ১৬৯টি টার্গেটের বিস্তারিত আলোচনা করেন। উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ১৭ টি লক্ষ্যমাত্রা হলো:
১. দারিদ্র্য বিমোচন ২. খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টির উন্নয়ন ও কৃষির টেকসই উন্নয়ন ৩. সকলের জন্য সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা ৪. মানসম্পন্ন শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিতকরণ ৫. লিঙ্গ সমতা ৬. সুপেয় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ৭. সকলের জন্য জ্বালানি বা বিদ্যুতের সহজলভ্য করা ৮. স্থিতিশীল ও অংশগ্রহণমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, পূর্ণকালীন উৎপাদনমূলক কর্মসংস্থান ও কাজের পরিবেশ ৯. স্থিতিশীল শিল্পায়ন এবং উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা ১০. দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় বৈষম্য হ্রাস ১১. মানব বসতি ও শহরগুলোকে নিরাপদ ও স্থিতিশীল রাখা ১২. সম্পদের দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহার ১৩. জলবায়ু বিষয়ে পদক্ষেপ ১৪. টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদ সংরক্ষণ ও পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিত করা ১৫. ভূমির টেকসই ব্যবহার ১৬. শান্তিপূর্ণ ও অংশগ্রহণমূলক সমাজ, সকলের জন্য ন্যায়বিচার, সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহি ও অংশগ্রহণমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং ১৭. টেকসই উন্নয়নের জন্য এ সব বাস্তবায়নের উপায় নির্ধারণ ও বৈশ্বিক অংশীদারিত্বের স্থিতিশীলতা আনা।

সর্বশেষ প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব মো: আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা,এসডিজি সেল, বিবিএস। তিনি Understanding the SDG Metadata and SDMX Template for Data Generation and Reporting নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

নাটায় এপিএ বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ কাম কর্মশালা অনুষ্ঠিত

সুমাইয়া শারমিন
প্রকাশনা কর্মকর্তা
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কাম কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীগণ

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একডেমি (নাটা), গাজীপুর কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সমসাময়িক ইস্যু নিয়ে সেমিনারের আয়োজন করে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১৬/১১/২০২০ খ্রিঃ তারিখে এপিএ বিষয়ের উপর নাটার ১০ম ও তদোর্ধ্ব গ্রেডের কর্মকর্তাদের এক দিনের প্রশিক্ষণ কাম কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রশিক্ষণ কোর্স-এ নাটার কর্মকর্তারা সরাসরি এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা জুম প্লাটফর্মে অংশগ্রহণ করেন। এই প্রশিক্ষণ কোর্সে কারিগরি সেশন পরিচালনা করেন জনাব মো: আরিফুর রহমান অপু, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা এবং জনাব ড. হুমায়রা সুলতানা, যুগ্ম সচিব, বাজেট ও মনিটরিং অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। এই প্রশিক্ষণের কোর্স-কোঅর্ডিনেটরের দায়িত্ব পালন করেন নাটার সিনিয়র সহকারী পরিচালক (সবজি ও মসলা) জনাব মো: ইসকান্দার হোসেন এবং সমাপনি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নাটার সম্মানিত মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) জনাব ড. মোঃ আবু সাইদ মিঞা।

প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীদের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ে সাম্যক ধারনাসহ ২০২০-২১ সালের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রস্তুত প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তর আলোচনা করা হয় । প্রশিক্ষণে জনাব মো: আরিফুর রহমান অপু 'বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২০-২১ প্রণয়ন, প্রেক্ষাপট, উদ্দেশ্য ও সাধারন নির্দেশনাবলী' এবং 'বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২০-২১ প্রস্তুত প্রক্রিয়া' এই দুটি সেশন এবং জনাব ড. হুমায়রা সুলতানা 'বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২০-২১ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন' এবং 'বিভিন্ন সূচকের মান এবং সূচকমান অর্জনে প্রমাণক' এই তিনটি সেশন পরিচালনা করেন। জনাব মো: আরিফুর রহমান অপু এবং জনাব ড. হুমায়রা সুলতানা দুইজনেই অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সেশন মডারেশন ও উন্মুক্ত আলোচনা পর্ব পরিচালনা করেন। উন্মুক্ত আলোচনা পর্বে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রস্তুতকালীন সমস্যাসমূহের সমাধানের নিমিত্ত প্রশ্ন করেন। জনাব মো: আরিফুর রহমান অপু এবং জনাব ড. হুমায়রা সুলতানা দুইজনেই অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সমস্যাসমূহের সমাধান বিষয়ক ধারনা প্রদান করেন। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ে বিস্তর ধারনা লাভ করেন যা তাদের ভবিষ্যত কর্মজীবনে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়নে সুদুরপ্রসারি ভূমিকা রাখবে। দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ শেষে নাটার সম্মানিত মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) জনাব ড. মোঃ আবু সাইদ মিঞা সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

কার্যক্রমসমূহ, ফলাফল নির্দেশক এবং নির্দেশকের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে নাটার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ১ম ও ২য় ত্রৈমাসিক (জুলাই-ডিসেম্বর/২০২০) অর্জনের প্রতিবেদন

কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of PI)	গণনা পদ্ধতি	অগ্রগতি					মন্তব্য
					১ম ত্রৈমাসিক	২য় ত্রৈমাসিক	৩য় ত্রৈমাসিক	৪র্থ ত্রৈমাসিক	মোট (জুলাই – ডিসেম্বর ২০২০)	
১	২	৩	৪	৫	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১.১ আধুনিক প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	১.১.১ প্রশিক্ষিত কৃষি ক্যাডার কর্মকর্তা	সংখ্যা (জন)	১০	সমষ্টি	১৫	৬৪ (+স্পার্ড ১০০)	-	-	৭৯ (+স্পার্ড ১০০)	
	১.১.২ প্রশিক্ষিত কৃষি মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য দপ্তর/সংস্থা কর্মকর্তা	সংখ্যা (জন)	১০	সমষ্টি	১৪	৮৬	-	-	১০০	
১.২. আধুনিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	১.২.১ প্রশিক্ষিত কৃষি ক্যাডার কর্মকর্তা	সংখ্যা (জন)	১৪	সমষ্টি	১৯	৯২ (+স্পার্ড ১০০)	-	-	১১১ (+স্পার্ড ১০০)	
	১.২.২ প্রশিক্ষিত কৃষি মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য দপ্তর/সংস্থা কর্মকর্তা	সংখ্যা (জন)	১৪	সমষ্টি	১৫	৯৮	-	-	১১৩	
	১.২.৩ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ	সংখ্যা (জন)	০২	সমষ্টি	-	৩৮	-	-	৩৮	
১.৩. সেমিনার / ওয়ার্কশপ আয়োজন	১.৩.১ আয়োজিত সেমিনার / ওয়ার্কশপ	সংখ্যা	৫	সমষ্টি	-	১	-	-	১	
১.৪ ম্যানুয়াল / বুকলেট / ফোল্ডার/ নিউজ লেটার প্রকাশ	১.৪.১ প্রকাশিত ম্যানুয়াল / বুকলেট / ফোল্ডার / নিউজ লেটার	সংখ্যা	২	সমষ্টি	২	-	-	-	২	১. নাটা বুলেটিন (জানুয়ারি-জুন ২০২০) ২. বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০
	১.৪.২ প্রস্তুতকৃত বার্ষিক প্রশিক্ষণ পঞ্জিকা	সংখ্যা	২	সমষ্টি	১	-	-	-	১	
	১.৪.৩ প্রস্তুতকৃত বার্ষিক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল	সংখ্যা	১	সমষ্টি	-	-	-	-	-	

RIMES এর সহযোগিতায় আবহাওয়ার পূর্বাভাস সংক্রান্ত বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ কোর্স

এ, এস, এম, জোবায়দুল আলম
উপ-পরিচালক (কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন)
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমিতে (নাটায়) গত ২৮/১১/২০২০ খ্রিঃ তারিখে Regional Integrated Multi-hazard Early Warning System (RIMES) এর সহযোগিতায় "আবহাওয়ার পূর্বাভাস সংক্রান্ত" বিষয়ের উপর এক দিনের প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রশিক্ষণ কোর্স-এ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ও নাটার কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। এই প্রশিক্ষণ কোর্সে কারিগরি সেশন পরিচালনা করেন "কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প" এর প্রাক্তন পরিচালক ড. মাঝহারুল আজিজ, বর্তমান পরিচালক ড. শাহ কামাল খান, রাইমসের কান্ট্রি প্রোগ্রাম লিড মোঃ রায়হানুল হক খান, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের ড. মোঃ আব্দুল মান্নান, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ আরিফুজ্জামান। এই প্রশিক্ষণের কোর্স-কোঅর্ডিনেটরের দায়িত্ব পালন করেন নাটার উপ-পরিচালক জনাব এ,এস,এম, জোবায়দুল আলম ও সমাপনি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নাটার সম্মানিত মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) জনাব ড. মোঃ আবু সাইদ মিঞা ।

বিশ্বে গ্রীন হাউস গ্যাসের মাত্রাতিরিক্ত নির্গমনের ফলে জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে যে প্রাকৃতিক দূর্যোগের ঝুঁকি তার মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম সারিতে। তাই বাংলাদেশের জন্য নির্ভরযোগ্য কৃষি আবহাওয়ার পূর্বাভাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। "কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প" এর প্রকল্প পরিচালক ড. শাহ কামাল খান কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন-সে গুলো হ'ল-১) সময়মত ও যথাযথ ফসল ব্যবস্থাপনা ২) ফসলের উৎপাদন খরচ কমানো ৩) নিরাপদে ফসল কর্তন ও ব্যবস্থাপনা। তিনি এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। "কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প" এর প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালক ড. মোঃ মাঝহারুল আজিজ ফসল-আবহাওয়া সম্পর্ক এবং ফসল উৎপাদনে বামিস পোর্টালের ব্যবহার বিষয়ে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেন। রাইমসের সম্মানিত কান্ট্রি প্রোগ্রাম লিড মোঃ রায়হানুল হক খান তার টিম নিয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সেশন মডারেশন ও উন্মুক্ত আলোচনা পর্ব পরিচালনা করেন। প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরণ করেন জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমির (ভারপ্রাপ্ত) মহাপরিচালক জনাব ড. মোঃ আবু সাইদ মিঞা।

"আবহাওয়ার পূর্বাভাস সংক্রান্ত" প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীগণ

নাটায় সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক এন-২৭ তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন

বনানী কর্মকার
সিনিয়র সহকারী পরিচালক (সয়েল ফিজিক্স)
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)

বিগত ১৯ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিঃ জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল রিসার্চ সিস্টেম ভূক্ত প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীদের এন-২৭ তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। বিজয়ের মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করে এবং হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে শুরু করা হয় অনুষ্ঠান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত সম্মানিত সচিব (বর্তমান সিনিয়র সচিব) জনাব মো. মেসবাহুল ইসলাম, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার এবং অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছেন জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমির সুযোগ্য মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) ড. মো: আবু সাইদ মিঞা। সম্মানিত সুধীবৃন্দের মাঝে আরও উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিভাগীয় প্রধানগণ, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, কোর্স পরিচালক, পরিচালক (প্রশাসন), নাটা, নাটার অনুষদবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ ও NARS ভূক্ত প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীদের এন-২৭ তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ। প্রধান অতিথি মহোদয়, জনাব মো. মেসবাহুল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশের কৃষির উন্নয়নে কৃষি বিজ্ঞানীদের অনেক ভূমিকা রয়েছে। কৃষির এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন ফসলের আরও ভালো ভালো জাত উদ্ভাবন করতে হবে এবং নিরলস পরিশ্রম করে যেতে হবে। বিশেষ অতিথি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার বলেন, NARS ভূক্ত ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে কৃষি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সমন্বিত কাজের মাধ্যমেই আমরা একদিন কৃষিতে নিজেদের উচ্চ অবস্থান নিশ্চিত করতে পারব। এজন্য বাড়াতে হবে বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাদের কর্মদক্ষতা। আর কর্মদক্ষতা বাড়াতে প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। অনুষ্ঠানটি বিকাল ৩.০০ টায় শুরু হয় এবং শেষ হয় বিকাল ৫.০০ টায়। সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত NARS ভূক্ত প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীদের এন-২৭ তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়। অনুষ্ঠানে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন নাটার সম্মানিত পরিচালক (প্রশাসন) ড. মো. আখতারুজ্জামান।

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল রিসার্চ সিস্টেম ভূক্ত প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীদের
২৭ তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব মো. মেসবাহুল ইসলাম

প্রতিষ্ঠানভিত্তিক প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যাঃ

ক্র.নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা মোট
১	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল	৪
২	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	৯
৩	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	৫
৪	বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট	৩
৫	বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	৫
৬	বাংলাদেশ সুগার ক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট	৫
৭	মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট	৩
৮	বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট	২
৯	বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট	২
১০	বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট	১
১১	তুলা উন্নয়ন বোর্ড	১
	মোট =	৪০

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল রিসার্চ সিস্টেম ভূক্ত প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীদের
২৭তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের সাথে প্রশিক্ষণার্থীগণ

জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জন শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠান

মৌসুমী পাল

সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বায়োটেকনোলজী)
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)

১৬ ডিসেম্বর, বাঙালি জাতির গৌরবময় বিজয় দিবস। বিগত ২৭ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিঃ মহান বিজয় দিবসের অংশ হিসেবে জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত "জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জন" শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠান Zoom platform এ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমির সুযোগ্য মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) ড. মো. আবু সাইদ মিঞা। উক্ত অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ড. মো. অখতারুজ্জামান, পরিচালক (প্রশাসন) সহ নাটার সকল অনুষদবৃন্দ ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ যুক্ত হয়ে আলোচনা অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমন্ডিত করেছেন। অনুষ্ঠানে মূখ্য আলোচক হিসেবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জনাব বনানী কর্মকার, সিনিয়র সহকারী পরিচালক (সয়েল ফিজিক্স) ও জনাব মৌসুমী পাল, সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বায়োটেকনোলজী), নাটা। পরবর্তীতে ড. মো. জামাল উদ্দীন, উপপরিচালক (কীটতত্ত্ব), জনাব মোঃ ছাইদুর রহমান, উপপরিচালক (প্রশাসন), ড. মো. আখতারুজ্জামান, পরিচালক (প্রশাসন ও সাপোর্ট সার্ভিস) ও ড. মো. আবু সাইদ মিঞা, মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), নাটা মহোদয় বিষয়টির তাৎপর্য ও গুরুত্ব আলোচনা করেন।

আলোচনা অনুষ্ঠানে মূখ্য আলোচক জনাব বনানী কর্মকার বলেছেন, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহবানে সাড়া দিয়ে বাঙালি জাতি দীর্ঘ নয় মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে। ৫২ এর ভাষা আন্দোলন থেকে ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ, বাংলার রাজনীতির প্রতিটি পদক্ষেপে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞার ফসল আমাদের আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ এ বিষয়ে তিনি আলোকপাত করেন। বিজয়ের ৪৯ বছর পরও বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মানে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে হৃদয়ে ধারণ করে এগিয়ে যাওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। তিনি আরও বলেন, মুক্তিযুদ্ধ থেকে আমরা শিখেছি একতা, মনোবল, প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞা থাকলে স্বল্প পুঁজি দিয়েও যেকোন প্রতিবন্ধকতাকে জয় করা যায়। সাম্প্রতিক তেমনি একটি অর্জন পদ্মা সেতু। মুক্তিযুদ্ধের অবিনাশী চেতনাকে বুকে ধারণ করে মুজিব আদর্শের প্রতিটি সৈনিক দেশ ও জাতির কল্যাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিটি উদাত্ত্য আহবানে আজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে ক্ষুদ্র আয়তনের একটি উন্নয়নশীল দেশ হয়েও ইতোমধ্যে শিক্ষাখাতে, স্বাস্থ্যসেবায়, নারী ও শিশু উন্নয়নে, নারীর ক্ষমতায়নে, কৃষিতে কৃতিত্ব এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, বিদ্যুৎখাতে, দারিদ্র দূরীকরণে ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে সাফল্য অর্জন করেছে। মূখ্য আলোচক জনাব মৌসুমী পাল বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ক্ষুধা-দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে স্বাধীন বাংলাদেশের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর মাত্র সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে একটি সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তারই উত্তরসূরি ডিজিটাল বাংলাদেশের রুপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর ডিজিটাল বাংলাদেশ রুপকল্প ২০২১ ঘোষনা করেন। জাতির পিতা কর্তৃক ১৯৭৫ সালে রাঙ্গামাটিতে চট্টগ্রামের বেতবুনিয়ায় ভূ-উপগ্রহ স্থাপনের মধ্য দিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পথ নকশা রচিত হয়। বঙ্গবন্ধু গৃহীত ও বাস্তবায়িত উদ্যোগগুলোই ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের মূল প্রেরণা। প্রকৃতপক্ষে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার আধুনিক রূপই হচ্ছে আজকের ডিজিটাল বাংলাদেশ। ডিজিটাল প্রযুক্তির ধারনা হলো আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সকল সুবিধা ব্যবহার করে অল্প সময়ে, কম পরিশ্রমে, স্বল্পব্যয়ে মানুষের দোরগোড়ায় তথ্য ও সেবা পৌছানোর নিশ্চয়তা প্রদান। একটি উন্নত বিজ্ঞান সমৃদ্ধ বৈষম্যমুক্ত, দুর্নীতিমুক্ত, দারিদ্র ও ক্ষুধামুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশের মূখ্য চালিকা শক্তিই হচ্ছে ডিজিটাল প্রযুক্তি। তিনি আরও উল্লেখ করেন-

ডিজিটাল বাংলাদেশের চারটি স্তম্ভঃ

১। আইসিটি অবকাঠামো ও কানেক্টিভিটি প্রতিষ্ঠা
২। দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন
৩। ই-গর্ভনেন্স
৪। আইসিটি শিল্পের বিকাশ

শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষি খাতে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে ব্যপকভাবে। স্বাস্থ্যখাতে টেলিমেডিসিন সেবা, শিক্ষা খাতে বিভিন্ন পরিসেবা যেমন, অনলাইন ভর্তি, অনলাইন ফল প্রকাশ, ই-বুক প্লাটফরম ইত্যাদি। কৃষি খাতে কৃষিকল সেন্টার, কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন অ্যাপের ব্যবহার যেমন-কৃষকের জানালা, কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে।
অনলাইন এনআইডি, জন্ম ও মৃত্যু সনদ, ই-পাসপোর্ট, অনলাইন ইনকাম টেক্স রিটার্ন দাখিল সেবাকে করেছে সহজীকরণ। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গতিশীলতা এনেছে মোবাইল ব্যাংকিং, এটিএম বুথ এবং ডিজিটাল কার্ডের ব্যবহার

উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ এখন ইন্টারনেট অব থিংকস বা চতুর্থ শিল্প বিপ্লব যুগে প্রবেশ করেছে। বিশেষজ্ঞরা তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক এই অবিস্মরনীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতিকে আখ্যায়িত করেছেন ডিজিটাল রেনেসাঁ বা ডিজিটাল নবজাগরায়ণ হিসাবে।

সোনার বাংলা বিনির্মাণে ডিজিটাল প্রযুক্তির সম্প্রসারণ

জাতীয় তথ্য বাতায়ন বর্তমান ডিজিটাল সরকারের যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এতে ৬০০'র বেশী ই-সেবা সন্নিবেশিত আছে। সারা দেশজুড়ে স্থাপিত হয়েছে ৫ হাজার বেশী ডিজিটাল সেবাকেন্দ্র। দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী খুব সহজেই তথ্য প্রযুক্তি সেবা গ্রহণ করতে পারছে।

সরকারী জরুরী নিরাপত্তা ও সেবায় হটলাইনের ব্যবহার যেমন: ৩৩৩- সরকারী তথ্য ও সেবা, ৯৯৯- জরুরীসেবা, ১০৯-নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ, দুদক -১০৬ ও দুর্যোগের পূর্বাভাসের আগাম বার্তায় ১০৯০ নম্বরের ব্যবহার প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বর্তমান সরকারের ডিজিটাল প্রযুক্তিক্ষেত্রে অনবদ্য সাফল্য হল বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর সফল উৎক্ষেপন। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ স্যাটেলাইট এলিট ক্লাবের ৫৭তম সদস্য। স্যাটেলাইট থেকে সম্প্রচার, টেলিযোগাযোগ ও ডাটা কমিউনিকেশন এই তিন ধরনের সেবা প্রদানের মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং সাশ্রয় সম্ভব।

কোভিড-১৯ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে অনলাইন স্বাস্থ্যসেবা, অনলাইন ক্লাস, প্রশিক্ষণ, ই-বিজনেস ও ব্যাংকিং এমনকি অনলাইনে বিচার ব্যবস্থাও চালু রাখা সম্ভব হয়েছে।

ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে বিভিন্ন নেতিবাচক দিক থাকলেও এর ভালো দিকগুলো কাজে লাগাতে হবে। প্রযুক্তি হচ্ছে উন্নয়নের বাহন যা বর্তমান সময়ের উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর এক আধুনিক, স্বনির্ভর জাতি গড়ে তোলার মাধ্যমেই জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব। কঠোর পরিশ্রমের ফলেই সীমাহীন বাঁধার মুখে পড়েও অর্থনৈতিক দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের ৩৩ তম রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রাইস ওয়াটারহাউস কুপারসের সমীক্ষা অনুযায়ী ২০৫০ সালের মাঝে বাংলাদেশ হতে চলছে পৃথিবীর ২৩ তম অর্থনৈতিক শক্তি। সামাজিক ও অর্থনৈতিক সূচকের ইতিবাচক পরিবর্তন বিশ্ব দরবারে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। আধুনিক, স্বনির্ভর ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের যে স্বপ্ন বঙ্গবন্ধু ও তার কন্যা দেখেছিলেন তা আজ আর শুধু স্বপ্ন নয় বরং বাস্তবতা। সবশেষে সভাপতি ড. মোঃ আবু সাইদ মিঞা, মহাপরিচালক, নাটা, এর ধন্যবাদ প্রদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

উপসংহার

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) কৃষি ক্ষেত্রে দক্ষ জনবল গঠনে উৎকর্ষ কেন্দ্র রূপকল্প বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট মিশনে জুলাই ২০১৪ খ্রিঃ মাস থেকে যাত্রা শুরু করে। সে লক্ষ্যে নাটা কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত ১৭ টি প্রতিষ্ঠানের মানবসম্পদের উন্নয়ের সাথে জড়িত উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপুণ কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপণ করে তারেই আলোকে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বাংলাদেশের জলবায়ু ও ভূ-চিত্র তথা কৃষি জমি ব্যবহারের ধরন বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় খুব দ্রুততার সাথে পরিবর্তিত হচ্ছে। কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে নতুন নতুন ঝুঁকি দেখা যাচ্ছে। জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত পরিস্থিতি স্থিতিশীল খাদ্য উৎপাদনে বিরুপ প্রভাবের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তার বৃহত্তর অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করছে। অন্যদিকে খাদ্য বাজার তথা খাদ্যভোক্তা স্থানীয়, আঞ্চলিক জাতীয় তথা সারা বিশ্বব্যপী দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। এমতাবস্থায়, কোভিড-১৯ এর অভিঘাতসহ বিভিন্ন আপদকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি চলমান রাখা, কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতকরণে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে কৃষকদেরকে খাপখাইয়ে চলতে সহায়তা করার জন্য কৃষি বিষয়ক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে দক্ষ এবং ত্বড়িৎকর্মা জনবল থাকা প্রয়োজন। জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি শীর্ষ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে যোগ্য এবং দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি করা প্রধান অঙ্গীকার। এ মানব সম্পদ পরিবর্তিত পরিস্থিতিকে সফলভাবে মোকাবেলার মাধ্যমে এদেশের কৃষি উন্নয়ন সাধন করতে সক্ষম হবে। নাটায় চলমান “জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি শক্তিশালীকরণ প্রকল্প” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় অবকাঠামোগত আধুনিকীকরণ করা হলেও বেশ কিছু নির্মাণ কাজ ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ সুবিধাদি এখনো অবশিষ্ট রয়েছে। অত্র কর্ম-পরিকল্পনায় উল্লেখিত কার্যাবলি বাস্তবায়ন করতে পারলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি চলমান রাখা, কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতকরণে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে কৃষকদেরকে খাপখাইয়ে চলতে সহায়তা করতে সক্ষম হবে। একই সাথে কোভিড-১৯ এর মত অতিমারী মোকাবেলা করে এসডিজিসহ ডেল্টাপ্ল্যান বাস্তবায়ন করে বাংলাদেশ পরিণত হবে প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের সোনার বাংলায়। বেগবান হবে বাংলার কৃষি, এগিয়ে যাবে দেশের মানুষ, সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় পৌছে যাবে বাংলাদেশ।

-০-

National Agriculture Training Academy-NATA
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি
গাজীপুর-১৭০১

National Agriculture Training Academy-NATA
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি
গাজীপুর-১৭০১